তোমরা একে অপরের পিছু নিবে না

এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই

আপনারা একে অপরের পিছু নিবেন না..... কারণ দুনিয়া তুচ্ছ

অনুবাদঃ

আবু ইবরাহীম আত-তামিমী

MAKTABATUL MANHAL

তোমরা একে অপরের পিছু নিবে না

সাপ্তাহিক 'আন-নাবা' পত্রিকা
হতে সংগৃহীত সংখ্যা - ৩৪৮

অনুবাদঃ আবু ইবরাহীম আত-তামিমী

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুল মানহাল

সফর - ১৪৪৪ হিজরী

সেপ্টেম্বর - ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

المنهل

MAKTABATUL MANHAL

بسم الله الرحمن الرحيم

নিশ্চয়ই মুসলিমগণ তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন কাঠামোর ন্যায় - যারা একে অপরকে সুদৃঢ় করে। যদি পূর্ব প্রান্তে অবস্থানরত কোন মুসলিম আক্রান্ত হয় তাহলে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থানরত তার ভাইয়েরা তার জন্য ব্যথিত হয়। কারণ তারা এক দেহের ন্যায়। যদি এর কোন এক অংশ কষ্ট পায় তাহলে এর জন্য পুরো শরীর অনিদ্রা ও জ্বরে ভেঙ্গে পড়ে। আর ইসলাম প্রত্যেক এমন বিষয়কে নিষিদ্ধ করে যা আল্লাহ প্রদত্ত এই বন্ধনকে ভেঙ্গে দেয় অথবা একে দূর্বল করে দেয়। এজন্য ইসলাম দলের একতা, জামাআতবদ্ধতা ও ঐক্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং মুসলিমদের মাঝে দলাদলি ও মতবিরোধ করা থেকে সতর্ক করেছে। আর এটা শুরু হয় একজন মুসলিমের সাথে তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সম্পর্ক থেকে। সুতরাং এই বন্ধন হল মুসলিমদের সারির সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকার ক্ষেত্রে প্রথম ইট। তাই তো শারীয়াহ’র নুছূছ তথা বক্তব্যসমূহ একজন মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইকে বর্জন করাকে নিষিদ্ধ করেছে, এর জন্য হুমকি বিন্যস্ত করেছে এবং একজন মুসলিম ও তার ভাইদের মাঝে সম্পর্ক দৃঢ়করণের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে মহান পুরস্কার ও সুন্দর প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে।

এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই

ইসলাম মুসলিমগণের মাঝে বন্ধন সুদৃঢ় করণের প্রতি অনুপ্রাণিত করে এবং এই সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের উপায়সমূহের ব্যাপারে সর্বাত্মকভাবে উৎসাহিত করে। নাবী ﷺ বলেছেন,

"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" [رواه مسلم]

“মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।”[1]

সুতরাং আপনি এই হাদিস শারীফ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন! কিভাবে তিনি মুসলিমদের মাঝে তাদের বন্ধন তৈরি করেন এবং এ সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের উপায়সমূহের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। তাই

[1] মুসলিম বর্ণনা করেছেন

একজন মুসলিম তার অপর ভাইকে অত্যাচার করবে না, তাকে অত্যাচারীর হাতে সোপর্দ করবে না এবং তাকে বর্জন করবে না। সে তার প্রয়োজনে পাশে থাকবে যখন সে প্রয়োজনবোধ করে, তার কষ্ট লাঘব করে দিবে যদি সে কষ্টে পতিত হয় এবং তার দোষ-ক্রুটি গোপন করবে যদি তা প্রকাশ হয়ে যায়। এই বন্ধন সুদৃঢ়করণের উপায়সমূহের মধ্যে আরো রয়েছেঃ এক মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইকে ভালবাসবে এবং তাকে সালাম দিবে। ইসলাম এ বিষয়টিকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছে যা ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন,

"لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا

فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ"

“তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; যতক্ষণ না তোমরা মু’মিন হবে, তোমরা মু’মিন হতে পারবে না; যে পর্যন্ত না তোমরা একে অপরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দিব না, যখন তোমরা তা করবে, তখন তোমরা একে অপরকে ভালবাসবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার কর।”[2]

ওহীর নুছুছ নিয়ে গভীর চিন্তাকারী দেখতে পাবে যে, ইসলাম এমন প্রত্যেক সুন্দর আচরণের প্রতি উৎসাহিত করে যা মুসলিমগণের মাঝে তাদের ভালবাসা বৃদ্ধি করে। অতঃপর একজন মুসলিম তার অপর

---

[2] মুসলিম বর্ণনা করেছেন

ভাইয়ের সাথে বিনয়ী হওয়া, তার অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করা, তার সাথে উত্তমভাবে মেলামেশা করা এবং সাক্ষাতের মাধ্যমে তার দেখাশুনা করার ব্যাপারে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। যেমনিভাবে ইসলাম অনুপ্রাণিত করেছে যে, তাকে সুপথ দেখানো, অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া, হাঁচি দিলে তার উত্তর দেওয়া, তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের উত্তমভাবে প্রতিনিধিত্ব করা, তার ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করা, তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর বিয়ের প্রস্তাব না দেওয়া, তার গীবত না করা, তার প্রতি জুলুম না করা, তার উপর জুলুমকারীকে সাহায্য না করা, অন্যের উপর জুলুম করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য না করা, তার ভুলের সময় তাকে নসিহাহ করা, তার বিপদের সময় তাকে শান্তনা দেওয়া এবং এছাড়াও ইসলামের অন্যান্য উৎকৃষ্ট শিষ্টাচার - যেগুলো একজন মুসলিমের মাঝে এবং তার অপর ভাইয়ের মাঝে এই বন্ধনকে শক্তিশালী করে, যেগুলো দৃঢ়ভাবে যুক্ত এমন এক সমাজে পৌঁছায় যাতে মুসলিমগণের মাঝে স্পষ্ট লক্ষণীয় ভ্রাতৃত্ব তৈরি হয় এবং যেগুলো মু’মিনদের পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে নাবী ﷺ এর গুণ বর্ণনাকে বাস্তবায়ন করে - তিনি বলেছেন,

"الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا"

“এক মু’মিন অপর মু’মিনের জন্য ইমারত তুল্য, যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় করে।”[3]

[3] মুত্তাফাক্কুন আলাইহি

সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং একে অপরের পিছনে লাগা হারাম

ইসলাম মুসলিমদের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও একে অপরের পিছনে লেগে থাকাকে নিষেধ করে এবং এর ভয়াবহতার ব্যাপারে অনেক নছ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন,

"لاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا"

“তোমরা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না, একে অপরের পিছনে লেগে থেকো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।”

ইমাম মুসলিম তার সহিহ গ্রহন্থে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন,

"تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ امْرءًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، فَيَقُولُ : اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا"

“প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ পেশ করা হয়। সুতরাং প্রত্যেক এমন বান্দাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন, যে আল্লাহর সাথে কোন

কিছুকে শরীক করে না। তবে এমন ব্যক্তিকে নয়, যার সাথে তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা থাকে। - তাদের সম্পর্কে - বলা হয়, এদের দু'জনকে সন্ধি করা পর্যন্ত অবকাশ দাও।"

সুতরাং আপনি চিন্তা করুন, যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট আমলসমূহ উত্থাপন করা হয় তখন একে অপরকে বর্জনকারীরা কিভাবে ক্ষমার ফযিলত থেকে বঞ্চিত হয়। অতঃপর আল্লাহ মুসলিমদের ক্ষমা করে দেন যখন তার নিকট সাপ্তাহে দুইবার তাদের আমলগুলো উপস্থিত করা হয়। তিনি এমন ব্যক্তিদের বিলম্বিত করেন যার মাঝে এবং তার অপর ভাইয়ের মাঝে বিদ্বেষ থাকে যতক্ষণ না তারা দুইজন বন্ধুত্ব স্থাপন করে। আর একজন মুসলিম এবং তার ভাইয়ের মাঝে বিদ্বেষ বর্জন করার ক্ষেত্রে এই হাদিসটি প্রতিরোধক হিসেবে যথেষ্ট। আল্লাহর রাসুল ﷺ বর্ণনা করেছেন, একজন মুসলিমের উপর তার অপর ভাইকে তিন রাত্রির বেশি পরিহার করা হারাম। যেমন হাদিসে আল্লাহর রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলছেন,

"لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ

هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ"

"কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বলা বর্জন করবে। যখন তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে, তখন এ এ দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ও ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই হবে, যে সাক্ষাৎকালে প্রথমে সালাম পেশ করবে।"

বর্জন করার ক্ষেত্রে তিনি তিন দিনের অনুমতি দিয়েছেন - এর বেশি নয়। কারণ কখনো কখনো একজন মুসলিমের মাঝে এবং তার অপর ভাইয়ের মাঝে বিরোধ তৈরি হয় অতঃপর অন্তরে এমন কিছু সংঘটিত হয় যা অন্তরকে ঐ ব্যক্তিকে বর্জন করার দিকে এবং কিছু সময় ত্যাগ করার দিকে নিয়ে যায় - যার সাথে ঝগড়া হয়েছে - যে সময়ে ক্রোধ প্রশমিত হবে ও অন্তর থেকে ক্রোধের উপলক্ষ দূর হয়ে যাবে। তিন দিন - যেমন সর্বোচ্চ সময় - এর জন্য যথেষ্ট হবে অথবা এটাই বেশি হবে। আর এই দুই ঝগড়াকারীর মধ্যে উত্তম হচ্ছে সে, যে তার অপর ভাইকে প্রথমে সালাম দেয়। এর মধ্যে এই বর্জন বাতিল করার উদ্যোগ নেওয়ার ও প্রথমে সালাম দিয়ে কথা শুরু করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং আছল তথা মূলনীতির দিকে ফিরে আসার প্রতি উৎসাহ রয়েছে। আর আছল হচ্ছে মুসলিমদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা একে অপরের পিছনে লেগে থাকা নয়।

শারয়ী বর্জন করা ও এর মাপকাঠি

তবে কখনো কখনো সম্ভাব্য মাসলাহা বা স্বার্থের চাহিদার কারণে বর্জন করা হয়। তখন এটা শারয়ী বর্জন করা হবে। যেমন পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের বর্জন করা। এটা তা'যীর তথা শাস্তিদানের অন্তর্ভুক্ত - যার ফলাফল আশা করা হয় পাপ পরিত্যাগ করা। এর মাপকাঠি হল পাপ পরিত্যাগ করার দিকে নিয়ে যাওয়া। আর যদি এটা এর বিপরীত দিকে নিয়ে যায় - যেমন উক্ত পাপের উপর চলমান থাকা অথবা এর চেয়ে বড় কোন পাপ অথবা অবাধ্যতার দিকে যাওয়া - তাহলে এটা শারয়ীসিদ্ধ নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, “আর তা'যীরমূলক বর্জন করা হল নাবী ﷺ এবং তার সাহাবীগণের ঐ তিনজনকে বর্জন করার ন্যায় যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল। ওমর এবং মুসলিমগণের ছুবাইগকে বর্জন করা - যে কুরআনের মুতাশাবিহাত আয়াতগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করত - এটা ছিল শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যদি এই বর্জন করার মাধ্যমে কল্যাণ অর্জিত হয় অথবা পাপ তাড়িত হয় তাহলে এটা শারয়ীসিদ্ধ তথা বৈধ। আর যদি এর মাধ্যমে এমন ফাসাদ সৃষ্টি হয় যা পাপের বিশৃঙ্খলাকেই বৃদ্ধি করে তাহলে এটা বৈধ নয়। আল্লাহই অধিক ভালো জানেন।”[4]

এই বর্জন করা হচ্ছে আল্লাহর জন্য বর্জন করা অন্তরের সুখ বা প্রবৃত্তির কারণে নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, “শারয়ী বর্জন করা হল ঐ সকল আমলের অন্তর্ভুক্ত যেব্যাপারে আল্লাহ এবং তার

---

[4] মাজমুউল ফাতাওয়া

রাসুল আদেশ করেছেন। কারণ আনুগত্যের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে তা আল্লাহর জন্য খালিছ তথা একনিষ্ঠ হওয়া এবং তার আদেশ অনুযায়ী হওয়া। তাহলে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা সঠিক হবে। তাই যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির কারণে বর্জন করবে অথবা আদিষ্ট নয় এমন বিষয়ে বর্জন করবে সে এর থেকে বের হয়ে যাবে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তর যা চায় তা করে থাকে এই ধারণা করে যে, সে তা আল্লাহর আনুগত্যের জন্য করছে।”[5] ইমাম মালিক رَحِمَهُ ٱللَّهُ বলেন, “প্রবৃত্তির অনুসারী, বিদআতি এবং ফাসিক্বদের বর্জন করা হবে। কারণ এক্ষেত্রে ভালবাসা ও ঘৃণা করা ওয়াজিব এবং এর মধ্যে রয়েছে কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করা এবং অনিষ্ট ও পাপ দূরীভূত করা।”[6]

---

[5] মাজমুউল ফাতাওয়া

[6] আয-যাখীরাহ

আপনারা একে অপরের পিছু নিবেন না-কারণ দুনিয়া তুচ্ছ

এই জীবন যতই দীর্ঘ হোক তা সংক্ষিপ্ত এবং এই দুনিয়া যতই বড় হোক তা তুচ্ছ। আমরা কিছুদিন অতিবাহিত করছি অতঃপর আমরা চিরস্থায়ী পরকালীন জীবনে চলে যাব। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ক্ষুদ্রতা ও এর তুচ্ছতা উপলব্ধি করবে তার জন্য অন্তরের সুখ এবং এর আনন্দন নিকৃষ্ট হয়ে যাবে। ফলে তার মনে তার অপর ভাইদের জন্য কোন প্রতিহিংসা অবশিষ্ট থাকবে না, তার অধিকারের ক্ষেত্রে যে ভুলই হয়ে থাকবে সে তাদেরকে তা ক্ষমা করে দিবে এবং তার অপর ভাইকে বর্জন করার প্রতি তার অন্তরের সুখ ও প্রবৃত্তি তাকে উৎসাহিত করবে না। তাই সকল মুসলিমদের উচিৎ হচ্ছে এই তাৎপর্য উপলব্ধি করা এবং ভালভাবে জানা যে, মুসলিমদের মাঝে একে অপরের পিছনে লেগে থাকা এমন গুনাহের অন্তর্ভুক্ত যা বিজয়কে বিলম্বিত করে, তাদের সারিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তাদের উপর তাদের শত্রুকে চাপিয়ে দেয়। আমরা আল্লাহর নিকট কামনা করি, তিনি যেন আমাদের অন্তরে মুসলিমদের জন্য কোন প্রতিহিংসা তৈরি না করেন এবং আমাদেরকে জান্নাতে নাঈমে আমাদের ভাইদের সাথে আনন্দময় সাক্ষাৎ প্রদান করেন!

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য

المنهل

MAKTABATUL MANHAL